মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ

আলোচ্য বিষয়- সাংখ্য মতে প্রকৃতির অস্তিত্বের সপক্ষে প্রমাণ।

B.A. Honours
3rd Year (Hons.)

Tufan Ali Sheikh
Asst. Prof. of Philosophy

প্রকৃতির স্বরূপ:

সাংখ্য দ্বৈতবাদী দর্শন। সাংখ্যদর্শনে দুটি মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে- পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ নিত্য, অবিকারী, অসঙ্গ, উদাসীন ও চৈতন্যস্বরূপ। জগৎ পুরুষের পরিণাম হতে পারে না, কেন-না পুরুষ অপরিণামী। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম বা অভিব্যক্তি। প্রকৃতিতত্ত্বের ভিত্তি হল সাংখ্য-কার্যকারণবাদ অর্থাৎ পরিণামবাদ। সাংখ্য মতে, কার্য কারণের প্রকৃত পরিণাম। উৎপত্তি পূর্বে কার্য কারণে সুক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে এবং 'কারণ কার্যে পরিণত হওয়ার' অর্থ হল-সেই সূক্ষ্মবস্থার স্থূলতা প্রাপ্তি।

প্রকৃতিতত্ত্ব স্বীকার করার সপক্ষে যুক্তি:

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্য কারিকায় প্রকৃতির অস্তিত্বসাধক যুক্তিগুলিকে সূত্রাকারে প্রকাশ করেছেন-

'ভেদানাং পরিমাণাৎ, সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।

কারণকার্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য।'

সাংখ্যকারিকা - ১৫

উক্ত সূত্রটিতে প্রকৃতির অস্তিত্বের সপক্ষে চারটি যুক্তির উল্লেখ আছে। যুক্তিগুলি হল নিম্নরূপ -

(১) ভেদানাং পরিমাণাৎ:

মহৎ বা বুদ্ধি থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলি ভেদবিশিষ্ট (ভেদানাং) এবং পরিমিত। 'পরিমিত' অর্থে 'পরনির্ভর' বা 'পরতন্ত্র'। পরতন্ত্রের কারণ পরতন্ত্র হতে পারে না। এসব ভিন্ন ভিন্ন পরতন্ত্র বস্তুসমূহের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে পরম্পরাগতভাবে অবশেষে এক স্বতন্ত্র অবিভক্ত মূল কারণে উপনীত হতে হয়। সেই মূল কারণই হল প্রকৃতি।

(২) সমন্বয়াৎ:

বুদ্ধি থেকে ঘট-পটাদি বিভিন্ন বস্তুর কারণ বিভিন্ন হতে পারে না, কেন-না নানা পার্থক্য সত্ত্বেও ঐসব কার্যগুলির মধ্যে এক মৌলিক সমন্বয় বা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। জগতের সব বস্তুই সুখ, দুঃখ ও বিষাদ উৎপন্ন করতে পারে। সত্ত্বগুণ সুখজনক; রজোগুণ দুঃখজনক এবং তমোগুণ বিষাদজনক। বস্তুমাত্রই সুখ, দুঃখ ও বিষাদ-উৎপাদক হওয়ায় তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই গুণত্রয় সমন্বিত। কাজেই, জগতের মূলে এমন কোনো কারণ অবশ্যই আছে যা ত্রিগুণাত্মক সুখ, দুঃখ ও বিষাদ-উৎপাদক। এই মূল কারণই প্রকৃতি।

(৩) শক্তিতঃ প্রবৃত্তে :

সাংখ্য সৎকার্যবাদ অনুসারে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে অব্যক্ত শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। তিলের মধ্যে তৈল-উৎপাদক-শক্তি অব্যক্তরূপে থাকে বলেই তিল থেকে তৈল উৎপন্ন হয়। বালুকার মধ্যে তৈল-উৎপাদক-শক্তি না থাকায় বালুকা পেষণে তৈল উৎপন্ন হয় না। কারণের মধ্যে এ প্রকার কার্য-প্রসবিনীশক্তি স্বীকার করলে, সেই কারণটিও কার্যরূপে অন্য কোনো কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এমন বলতে হয়। এভাবে, কার্যকারণ-পরম্পরায় এমন এক মূল কারণকে স্বীকার করতে হয় যেখানে উৎপত্তির পূর্বে মহদাদি (মহৎ-বুদ্ধি ইত্যাদি) সকল কিছুই অব্যক্ত শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। সেই মূল কারণই হচ্ছে প্রকৃতি।

(৪) কারণকার্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্যঃ-

সাংখ্য মতে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে অব্যক্তরূপে থাকে (অবিভাগ), পরে ব্যক্তরূপে প্রকাশ পায় (বিভাগ)। উৎপত্তির পূর্বে কারণ ও কার্যের মধ্যে অবিভাগ থাকে, উৎপত্তির পরে কারণ ও কার্যের মধ্যে বিভাগ দেখা দেয়। কার্য যখন ব্যক্তরূপে প্রকাশ পায় তখন নতুন কিছুর আরম্ভ হয় না, কেবল অপ্রকটিত অবস্থা প্রকটিত হয়। জগতের ভেদসমন্বিত সমুদয়বস্তু কোনো এক আদি কারণ থেকে সম্ভূত হয় এবং তখন কারণ ও কার্যাবলীর মধ্যে বিভাগ দেখা দেয়। প্রলয়কালে ঐসব বস্তু আবার আদি কারণে সন্নিবিষ্ট হলে কার্য ও কারণের মধ্যে অবিভাগ প্রতিষ্ঠা পায়।

Cont.

যে মূল কারণ থেকে মহদাদি বস্তুর বিভাগ বা ভিন্নতার উৎপত্তি হয় এবং যে মূল কারণে সেসব বিভাগের নিষ্পত্তি বা অবিভাগ হয়, তাই হল প্রকৃতি। জগতের আদি কারণ-স্বরূপ প্রকৃতি থেকেই সব বিভাগের উৎপত্তি এবং প্রলয়কালে প্রকৃতিতেই সব বিভাগের অবসান বা নিষ্পত্তি।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় - কুর্মের (কচ্ছপের) হাত, পা, মুখ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পৃষ্ঠাবরণ থেকে নির্গত হলে সেগুলি পৃষ্ঠাবরণ থেকে বিভক্ত হলেও, নতুন কিছুর আরম্ভ হয় না, যা অপ্রকটিত ছিল তাই প্রকটিত হয়। তেমনি আবার, কুর্ম যখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সঙ্কুচিত ক'রে পৃষ্ঠাবরণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে তখন তার পৃষ্ঠাবরণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ভেদবিলুপ্ত হয় অর্থাৎ অবিভাগ দেখা দেয়।

ধন্যবাদ